মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ২৩৭ সংখ্যা | পুরুল্যা | ৩০ নভেম্বর, ২০২৪, শনিবার | ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ | দাম ৩ টাকা | মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 237 Issue | Purulia | 30 November, 2024, Saturday | 14 Agrahayan, 1431 | Price- Rs.3.00

টলিউডের বড় অংশের সঙ্গে দূরত্ব রচনা করছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের জাঁকজমককে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছেন তিনিই। 'টেলিসম্মান' বা 'বঙ্গসম্মান' প্রদানও তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত। সিনেমা জগতের লোকজনকে জনপ্রতিনিধি করে লোকসভা বা বিধানসভায় পাঠানোর বিষয়ে সম্ভবত রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন তিনিই। সেই তিনি— মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অধুনা টলিউডের বড় অংশের সঙ্গে 'দূরত্ব' রচনা করছেন। অন্তত দু'টি দৃষ্টান্ত তেমনই 'ইঙ্গিত' করছে। এক, শুক্রবার আলিপুরের 'সৌজন্য' গৃহে আসন্ন বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে আমন্ত্রিতদের তালিকা এবং দ্বিতীয়ত, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নেতাজি ইন্ডোর থেকে 'ধনধান্য' প্রেক্ষাগৃহে স্থানান্তরণের সিদ্ধান্ত। কেন এমন সিদ্ধান্ত? পোশাকি কারণ, খুব জাঁকজমক না করে 'ছোট' করে অনুষ্ঠান করা। কিন্তু শাসক শিবির এবং প্রশাসনিক মহল জানে, কারণ আরজি কর আন্দোলন। তৃণমূলের এক 'প্রভাবশালী' এবং মুখ্যমন্ত্রীর 'আস্থাভাজন' নেতার কটাক্ষ, "আরও কালো পোশাক পরে রাস্তায় নামো!" কটাক্ষের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট। আরজি কর-কাণ্ডের পরে 'নাগরিক আন্দোলনে' শামিল হয়েছিলেন টলিউডের অনেকে। কেউ কেউ সরাসরি নাগরিক মিছিলে না হেঁটে পৃথক ভাবেও মিছিল করেছিলেন। 'বিচার' চেয়ে স্লোগান দিয়েছিলেন। এমনকি, শাসকদল তথা সরকার এবং কলকাতা পুলিশের ভূমিকার কড়া সমালোচনাও করতে পিছপা হননি। তারকাদের অনেকে টালিগঞ্জের স্টুডিয়োর সামনে জমায়েত হয়ে আরজি কর হাসপাতালের সামনে যাওয়ার কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে, তখন শ্যামবাজার থেকে আরজি কর পর্যন্ত জমায়েত বা মিছিল 'নিষিদ্ধ' ছিল। তাতে দমেননি টালিগঞ্জের ওই 'ক্ষুব্ধ' তারকারা। বাস ভাড়া করে 'খন্না সিনেমা' পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করেছিলেন তাঁরা। সেই মিছিলে যেমন ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা, আবির চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়েরা, তেমনই ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক তথা পরিচালক রাজ চক্রবর্তী (তবে রাজকে তার পর থেকে আর মিছিলে দেখা যায়নি)। ছিলেন রাজের স্ত্রী অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ও। প্রতিবাদ প্রদর্শনে অধিকাংশেরই পরনে ছিল কালো পোশাক। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, দেবলীনা দত্ত, সোহিনী সরকার, সুদীপ্তা চক্রবর্তী, বিদীপ্তা চক্রবর্তীদের মতো অভিনেত্রীরা নাগরিক মিছিলে পা মেলানোর পাশাপাশি ধর্মতলায় রাতভর অবস্থান করেছিলেন।

শো কজের জবাবে লিখিত 'দুঃখপ্রকাশ'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ তৃণমূলের শো কজের প্রেক্ষিতে লিখিত জবাব দিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শুক্রবার বিধানসভায় গিয়ে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের হাতে জবাব সম্বলিত চিঠি তুলে দেন তিনি। হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে খবর, শো কজের তিন পাতার জবাবি চিঠিতে বিধায়ক জানিয়েছেন, তিনি দলের ক্ষতি চান না। কাউকে আঘাত করতেও তিনি চাননি। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ জানানোর পরেও দল পদক্ষেপ না-করায় আবেগতাড়িত হয়ে কিছু কথা বলে ফেলেছিলেন। কেন তাঁকে ওই সব কথা বলতে হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা তিন পাতার চিঠিতে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন। প্রকাশ্যে অবশ্য সুর নরমের ইঙ্গিত দেখাননি হুমায়ুন। বরং শুক্রবারও তৃণমূলের এই 'বিদ্রোহী' বিধায়ক দলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন। বলেন, "কেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শো কজ করা হবে না, কেন তাঁকে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির মুখোমুখি হতে হবে না?" তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতিকে আক্রমণ করলেও কেন কল্যাণকে শো কজ করা হয় না, সেই প্রশ্নও তোলেন হুমায়ুন। বুধবার হুমায়ুনকে শো কজ করেছিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার হুমায়ুন বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। তার পর তিনি নিজেই জানান, মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে তাড়াতাড়ি শো কজের চিঠির জবাব দিতে বলেছেন। তৃণমূলনেত্রীর নির্দেশ অমান্য করে দল নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করার কারণে এই পদক্ষেপ করা হয়।

সংখ্যালঘু নিরাপত্তা নিয়ে ঢাকাকে বার্তা দিল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ক্ষমতার পালাবদলের পরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে আবার উদ্বেগ প্রকাশ করল ভারত। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা উদ্বেগজনক। আশা করব সে দেশের সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবে।" সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতারের পর বাংলাদেশে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-সহ বিভিন্ন ধর্মের সংখ্যালঘুদের উপর মুসলিম কট্টরপন্থীদের ধারাবাহিক হামলার অভিযোগ উঠছে। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের পুলিশের হাতে সন্ন্যাসীর গ্রেফতারি প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, "আশা করব চিন্ময়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগের স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ বিচার হবে। তাঁর আইনি অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে।" তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য বন্ধ হবে না বলে জানান তিনি। গত ৫ অগস্ট জনবিক্ষোভের জেরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ভারতে চলে এসেছিলেন আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা। সেই থেকে তিনি ভারতেই রয়েছেন। অন্য দিকে, বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে নয়াদিল্লির সম্পর্ক নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা সংশয়। সে দেশে ধারাবাহিক ভাবে হিন্দুদের বসতি এবং মন্দিরে হামলার ঘটনাও ঘটছে।

সন্দীপ-সহ পাঁচ জনের নামে আদালতে চার্জশিট জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এ বার চার্জশিট জমা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সূত্রের খবর, শুক্রবার আলিপুর আদালতে ১০০ পাতার বেশি চার্জশিট জমা দিলেন তদন্তকারীরা। সঙ্গে ১০০০ পাতার নথিও জমা করেছেন তাঁরা। সিবিআইয়ের চার্জশিটে নাম রয়েছে আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের। এ ছাড়াও এই মামলায় গ্রেফতার হওয়া আরও চার জনের নামও চার্জশিটে রয়েছে বলে খবর। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রথম গ্রেফতার হয়েছিলেন সন্দীপ। টানা কয়েক দিন সিবিআই দফতরে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরে এই মামলার সূত্র ধরে বিপ্লব সিংহ, আফসার আলি এবং সুমন হাজরাকেও গ্রেফতার করেছিলেন তদন্তকারীরা। এই মামলায় শেষ গ্রেফতার আশিস পাণ্ডে। তৃণমূলের এই ছাত্রনেতা সন্দীপের 'ঘনিষ্ঠ' বলেই পরিচিত। শুধু তা-ই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি হাসপাতালে 'হুমকি সংস্কৃতি'তে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। গত ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চার তলার সেমিনার হল থেকে এক চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনায় 'মূল অভিযুক্ত' হিসাবে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পরে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় সিবিআই। এ ছাড়াও এই মামলাতে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে সন্দীপ এবং টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই আবহেই প্রকাশ্যে আসে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। অভিযোগ উঠেছে, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতি চলেছে। বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসার সরঞ্জাম কেনার নামে টেন্ডার দুর্নীতি হয়েছিল আরজি করে। সন্দীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি 'ঘনিষ্ঠ'দের টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছিলেন। এই ঘটনার তদন্তের জন্য গত ১৬ অগস্ট রাজ্য সরকারের তরফে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করা হয়েছিল। নেতৃত্বে ছিলেন আইপিএস অফিসার প্রণব কুমার।

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

'আমার মনে থাকা কথা'—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'সময়ের অবলোকন' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জনপথে অন্নদাতা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'দিশাহীন পথে' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'পরিবীক্ষণ' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'অন্বীক্ষা' —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

'শিকড়হীন বৃক্ষ'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'ঝুমুরের ঝংকার'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
'জল ও জীবন'— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

চাঙা হচ্ছে ডলার, দর কমেছে ইয়েনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ জাপানি মুদ্রা ইয়েনসহ বিশ্বের বিভিন্ন শক্তিশালী অর্থনীতির মুদ্রার বিপরীতে মার্কিন ডলার শক্তিশালী হয়েছে। আজ রবিবার সকালে বিশ্ববাজারে মার্কিন ডলারের এই তেজি ভাব দেখা গেছে। মূলত গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রর কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হওয়ার পর ডলারের পালে এই হাওয়া লেগেছে। আজ সকালে বিশ্ববাজারে প্রতি ডলারের বিপরীতে ১৪৯ দশমিক ১০ ইয়েন পাওয়া যাচ্ছে। এর ফলে গত ১৬ আগস্টের পর এটাই ইয়েনের সর্বনিম্ন দর। গত সপ্তাহে ইয়েনের দরপতন হয়েছে ৪ শতাংশের বেশি; ২০০৯ সালের পর এটাই ইয়েনের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক দরপতন। আজ দ্য ইউএস ডলার ইনডেক্সের মান অপরিবর্তিত আছে। এর আগে গত সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে এই সূচকের মান বেড়েছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ; এটি ৭ সপ্তাহের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত সপ্তাহে এই সূচক বেড়েছে ২ শতাংশের বেশি, গত দুই বছরের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। প্রতি ডলারের বিপরীতে ইউরোর মান এখন ১ দশমিক শূন্য ৯; গত সপ্তাহে ইউরোর দরপতন হয়েছে শূন্য দশমিক শূন্য ৬ শতাংশ। সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাশাতীত কর্মসংস্থান হয়েছে। সে মাসে টানা দ্বিতীয় মাসের মতো বেকারত্ব কমেছে। বেকারত্বের হার গত আগস্ট মাসে ছিল ৪ দশমিক ২ শতাংশ, সেপ্টেম্বরে তা ৪ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে বলে জানিয়েছে মার্কিন শ্রম বিভাগ। অর্থাৎ মার্কিন অর্থনীতি বেশ চাঙা। এই বাস্তবতায় বাজারসংশ্লিষ্ট মানুষেরা মনে করছেন, ফেডারেল রিজার্ভ শিগগিরই বেশি হারে নীতি সুদ কমাবে না। সেই সঙ্গে আরও কিছু কারণে মার্কিন ডলার চাঙা থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বহুজাতিক গবেষণা সংস্থা পিপারস্টোনের গবেষণাপ্রধান ক্রিস ওয়েস্টন রয়টার্সকে বলেন, নীতি সুদহার এখন ধারাবাহিকভাবে কমবে, সেই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক পূর্বাভাস শক্তিশালী। অন্যদিকে চীন অর্থনীতি চাঙা করতে এক ট্রিলিয়ন বা এক লাখ কোটি ডলারের প্রণোদনা ঘোষণা করেছে—এই বাস্তবতায় মার্কিন ডলার বেশ চাঙা থাকবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। ক্রিস ওয়েস্টন আরও বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববাজারে তেলের সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও দেখা যাচ্ছে, চলতি সপ্তাহের শেষে বা আগামী সপ্তাহের শুরুতে মুদ্রাবাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা কম। জানা গেছে, গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খোলাবাজারে প্রতি ডলার ১১৮-১১৯ টাকার মধ্যে বেচাকেনা হতো। এর আগের কয়েক মাসও নগদ ডলারের দাম একই রকম ধারায় ছিল।

গৌতম আদানি কে! তাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক কেন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ধনকুবের গৌতম আদানির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে সরকারি কাজ পেতে তিনি ঘুষ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, ২৬ কোটি ৫০ লাখ ডলারের ঘুষ কেলেঙ্কারির সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। তাঁকে নিয়ে অবশ্য বিতর্ক এই প্রথম নয়; বরং তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে একের পর এক বিতর্ক উঠেছে নিজের দেশ ভারত, এমনকি বিদেশেও। গৌতম আদানি হলেন প্রথম প্রজন্মের ব্যবসায়ী। রকেটের গতিতে তিনি ধনী হয়েছেন। ব্যবসা শুরু করার পর মাত্র কয়েক দশকে তিনি এতটাই ধনী হন যে একপর্যায়ে বিশ্বের শীর্ষ ধনীর তালিকায় অবস্থান দাঁড়ায় দুইয়ে। আদানি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম আদানি এখন এশিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী। রয়টার্স জানিয়েছে, ২০০৮ সালে আদানি একবার মৃত্যুর খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। সে বছর মুম্বাইয়ে তাজমহল প্যালেস হোটেলে যখন বন্দুকধারীরা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল, তখন তিনি আরও অনেকের সঙ্গে সেখানে আটকা পড়েছিলেন। জালিয়াতি ও ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে এখন গৌতম আদানি যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁকে ফৌজদারি জরিমানার মধ্যেও পড়তে হতে পারে। গত বছর মার্কিন শর্টসেলার প্রতিষ্ঠান হিনডেনবার্গ রিসার্চ এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে শেয়ার জালিয়াতির অভিযোগ এনেছিল। ওই অভিযোগে আরও বলা হয়, কর ফাঁকির স্বর্গ হিসেবে পরিচিত অঞ্চল থেকে অবৈধ প্রক্রিয়ায় অর্থ এনে আদানির শেয়ারে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ওই অভিযোগের পর আদানির শেয়ারের দামে দ্রুত পতন হতে শুরু করে। একপর্যায়ে আদানির কোম্পানিগুলো ১৫০ বিলিয়ন বা ১৫ হাজার কোটি ডলারের বাজার মূলধন হারায়। আর যুক্তরাষ্ট্রে ঘুষের অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পর চলতি দফায় গত এক সপ্তাহে আদানির কোম্পানিগুলো ৫৫ বিলিয়ন বা ৫ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বাজার মূলধন হারিয়েছে। আগেরবারের মতো এবারও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে আদানি গ্রুপ। তবে আদানিকে নিয়ে বিতর্ক বরং আরও জোরদার হয়েছে, যা গড়িয়েছে ভারতের পার্লামেন্টেও। বৃহস্পতিবার তৃতীয় দিনের মতো সংসদে বিরোধী সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্রের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করতে চাইলে পার্লামেন্ট অধিবেশন মুলতবি করা হয়। গৌতম আদানির ব্যবসার মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ও বন্দর থেকে শুরু করে চিনি ও সয়াবিন পর্যন্ত। তাঁর বয়স এখন ৬২ বছর। একসময় স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিলেন তিনি, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খুব বেশি নিতে পারেননি তিনি। অল্প সময়ের জন্য তিনি ধনীর তালিকায় টেসলার ইলন মাস্কের পরেই ছিলেন। ফোর্বসের তথ্যানুযায়ী, তিনি এখন বিশ্বের ২৫তম ধনী ব্যক্তি, যাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ ৫ হাজার ৭৬০ কোটি ডলার। গুজরাটের আহমেদাবাদে আদানির জন্ম ১৯৬২ সালের ২৪ জুন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও একই রাজ্যের মানুষ। দশম শ্রেণির পড়াশোনা শেষ করে আদানি স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। এরপর তিনি দেশটির বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইয়ে চলে যান এবং একটি রত্ন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠানে কাজ খুঁজে পান। পরে কিছুদিন কাজ করেন ভাইয়ের প্লাস্টিক ব্যবসার প্রতিষ্ঠানে।

সোনা (১০গ্রাম): ৭৫৯৮৩
রূপা (১ কেজি) : ৮৭৪৯৪
ডলার (ইউ এস): ৮৪.৪৯

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৯৮০২.৭৯
নিফটি—	২৪১৩১.১০
ন্যাসডাক—	১৯০৫২.৫৭
এ.সি.সি—	২২২৩.৫৫
ভারতী টেলি—	১৬২৭.৪৫
ভেল—	২৫১.১০
এল এন্ড টি—	৫২৭৫.০০
টাটা মোটর্স—	৭৮৬.৮৫
টি.সি.এস.—	৪২৭৩.৫৫
টাটা স্টিল—	১৪৪.৫৫
ডাবর—	৫২৭.০৫
গোদরেজ—	১০৬৫.৮৫
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৭৯৭.৬৫
আই.টি.সি.—	৪৭৭.০৫
ও.এন.জি.সি.—	২৫৬.৭৫
সিপলা —	১৫২৯.৯০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৬০৫.৬০
এইচ.সি.এল.টেক—	১৮৫০.৬০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১৩০০.৬৫
সেল—	১১৭.১০
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮৩৮.৩৫
সিমেন্স—	৭৫৭১.৫০
ফাইজার—	৫২৯৯.১৫
ইউনিটেক—	৯.০৫
উইপ্রো—	৫৭৭.৯৫
ডা. রেড্ডি–	১২০২.৩৫
মারুতি—	১১০৭২.৫০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১৩৬.৭০
টি সি আই —	১০৭০.৯৫
মহানগর টেলি —	৪৮.৭৩
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	১৫৪.৯০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজ ৩০ নভেম্বর

১৮৭৪ স্যার উইনস্টন চার্চিলের জন্ম। ব্রিটেনে এই ব্যক্তিকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয় কারণ তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে গুরুত্বপূর্ণ ও সফল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ওই মহাযুদ্ধে যখন জার্মানবাহিনী কেবলই এগোতে থাকে তখন চার্চিলই রাশিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট যোশেফ স্তালিন এবং আমেরিকার সে সময়কার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সংঘবদ্ধ শক্তি তৈরি করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই শক্তি আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে মিলে মিত্রশক্তি নাম নেয়। তারা জার্মান ও ইতালি বাহিনী সম্মিলিত শক্তিকে রুখে দেয় ইউরোপে। তাঁর পুরো নাম স্যার উইনস্টন লিওনার্ড স্পেন্সার চার্চিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে অবশ্য কনজারভেটিভ দলের এই নেতা আর জিততে পারেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। **১৯৩৬** ক্রিস্ট্যাল প্যালেস এই দিন ভয়াবহ আগুনে পুড়ে যায়। এই আগুন কেন লেগে ছিল তা অবশ্য এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। নির্দিষ্টভাবে কারণ না জানায় অপরাধীদেরও ঠিকমতো ধরা যায়নি। স্যার যোশেফ প্যাক্সটন নামে এক স্থপতি কেবল লোহা এবং কাচ দিয়ে এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন লন্ডনের হাইড পার্কে।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২

বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২/৭৬০২৩৪৫১৫০

আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫

রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৬১০৪

১		২	৩	৪		৫	৬
		৭					
৮	৯					১০	
১১				১২			
	১৩		১৪			১৫	১৬
১৭					১৮		
		১৯		২০			
২১			২২				

পাশাপাশি ঃ-১) লক্ষণের শক্তিসেলের সময় হনুমান যে পর্বত তুলে এনেছিল ৫) প্রতিদিন ৭) রাবন / লঙ্কেশ্বর ৮) মৃত্যুর পর পাপীদের যেখানে ঠাঁই হয় ১০) দাম বা মূল্যের হার ১১) মাথা জুড়লেই কম্পিউটার ১২) বরফ ১৩) মায়ের বোন ১৫) বজ্র ১৭) শত্রু ১৮) কার্যালয় বা দপ্তর ১৯) মারামারি ২১) শিবের কণ্ঠ যেমন ২২) মশা জাতীয়।

উপরনীচ ঃ- ১) সিদ্ধিদাতা গণেশ ২) মদ গাঁজা প্রভৃতি যেমন দ্রব্য ৩) অবস্থা ৪) স্বামীর বোন ৬) উদর বা পেট ৯) বিভিন্ন ধরনের ১০) নালিশ / অভিযোগ ১৪) বন্দে ----- ১৬) মানুষের রায় ১৭) পৃথিবী ১৮) নেতাজীর জন্মস্থান ২০) ইংরাজীর টুকরো।

উত্তর - ৬১০৩

পাশাপাশি ঃ- ১) হাসপাতাল ৬) মিহিদানা ৭) ইহ ৯) সনি ১০) অহ ১২) টায়রা ১৪) বহর ১৫) নিরাশ ১৬) সারভ ১৭) কন ১৮) ভব ২০) হজ ২১) ভরতু ২৩) নয়নতারা। **উপরনীচ** ঃ- ১) হামি ২) সহিস ৩) পাদানি ৪) তানা ৫) টাইটানিক ৮) হয়রান ১০) অহরহ ১১) হরভজন ১৩) রাশ ১৪) বসা ১৮) ভরন ১৯) বতুতা ২১) ভয় ২২) কিরা।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

১৪ অগ্রহায়ণ ভাঃ ৯ অগ্রহায়ন, **৩০ নভেম্বর** ১৪ আঘোন, সংবৎ ১৪ মার্গশীর্ষ বদি, ২৭ জমাঃ আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৪৮। **শনিবার,** চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ৯।৫৪ মিঃ. বিশাখানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৫৫ মিঃ। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ঘ ৫।৪৯ মিঃ। শকুনিকরণ, দিবা ঘ ৯।৫৪ গতে চতুষ্পাদকরণ, রাত্রি ঘ ১০।৩৫ গতে নাগকরণ। **জন্মে**—তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ঘ ৬।২২ গতেগতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ, দিবা ঘ ১২।৫৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। **মৃতে**-ত্রিপাদদোষ। **যোগিনী**-পশ্চিমে, দিবা ঘ ৯।৫৪ গতে ঈশানে। **কালবেলাদি**—ঘ ৭।২৫ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।৭ মধ্যে ও ৩।২৭ গতে ৪।৪৮ মধ্যে। **কালরাত্রি**-ঘ ৬।২৭ মধ্যে ও ৪।২৫ গতে ৬।৪৫ মধ্যে। **যাত্রা**- নাই। **শুভকর্ম্ম**- নাই। **বিবিধ**-অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন।

আপনার ভাগ্য

মেষ-নিরাপত্তার অভাব। **বৃষ**-মনঃকষ্ট। **মিথুন**-উৎফুল্ল। **কর্কট**-মহানুভবতা। **সিংহ**-অবৈধ প্রণয়। **কন্যা**- বাসনা পূরণ। **তুলা**-বন্ধু বিচ্ছেদ। **বৃশ্চিক**-প্রাপ্তিযোগ। **ধনু**-পারিবারিক ব্যস্ততা। **মকর**-শিক্ষায়ত বিঘ্ন। **কুম্ভ**-মেধার বিকাশ। **মীন**-সম্পর্কের উন্নতি।

আগামীকাল

মেষ-সহায়তা লাভ। **বৃষ**-স্নায়ুপীড়া। **মিথুন**-ধনবৃদ্ধি। **কর্কট**- কন্যার জন্য গর্বিত। **সিংহ**-বৈরাগ্যভাব। **কন্যা**- অসৎসঙ্গে ক্ষতি। **তুলা**- চৌর্যভয়। **বৃশ্চিক**-সম্পত্তি বিরোধ। **ধনু**- নিঃসঙ্গতা। **মকর**-জাতিবিরোধ। **কুম্ভ**-দ্রব্যক্ষতি। **মীন**-অপযশ।

জেঠুকে খুনের ঘটনায় দুই ভাইপোকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ নভেম্বরঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে এক বৃদ্ধকে খুনের অভিযোগ। কোদাল ও লাঠি দিয়ে নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছিল বলে অভিযোগে। তাতেই দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বাঁকুড়া জেলা আদালত। ২০১৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার ওন্দা ব্লকের চূড়ামনিপুর গ্রামে পারিবারিক বিবাদের জেরে মাঠের মধ্যে কোদাল ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয় রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলকে। ঘটনার ৬ বছর পর গতকাল দু'জনকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। এদিন ওই দু'জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বাঁকুড়া জেলা জজ আদালতের বিচারক মনোজ্যোতি ভট্টাচার্য।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই ওন্দা ব্লকের চূড়ামণিপুর গ্রামের রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কিত ভাই গোপাল মণ্ডলের পরিবারের বিবাদ চলছিল। তার জেরে রবীন্দ্রনাথ মণ্ডলের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ঘরছাড়া ছিলেন। বাড়িতে একাই থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। ২০১৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ জমিতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়ার পথে আচমকাই গোপাল মণ্ডল ও তাঁর দুই ছেলে রঘুনাথ ও সোমনাথ তাঁর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। গোপাল, রঘুনাথ ও সোমনাথের হাতে থাকা কোদাল ও লাঠির আঘাতে মাঠের মাঝেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। পরে স্থানীয়রা রবীন্দ্রনাথকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ওন্দা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কয়েকদিন পর পুলিশ রবীন্দ্রনাথকে খুনের অভিযোগে গোপাল, রঘুনাথ ও সোমনাথকে গ্রেফতার করে। ওই বছরই আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। পরে জেলে থাকা অবস্থাতেই মৃত্যু হয় অভিযুক্ত গোপাল মণ্ডলের। অপর দুই অভিযুক্ত রঘুনাথ ও সোমনাথ মণ্ডলের বিচার চলতে থাকে। মোট ২৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে গতকাল ওই দুই অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। এদিন ওই দুজনকে ৩০২/৩৪ নম্বর ধারায় যাবজ্জীবন জেল ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরো ৬ মাস জেলের নির্দেশ দেয় আদালত। যদিও আদালতের এই রায়ে খুশি নয় মৃতের পরিবার। মৃতের পরিবারের দাবি, ওদের সর্বোচ্চ সাজা হওয়া প্রয়োজন ছিল।

বালি পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৯ নভেম্বরঃ বৈধ বালিঘাট থেকে জোর করে দুস্কৃতীদের বালি পাচার রুখতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। দুস্কৃতীদের হাতে বেধড়ক মারও খেতে হল পুলিশকে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতে বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার আমশোল এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। এই ঘটনায় যুক্ত থাকায় পুলিশ ৪ জনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি বালি বোঝাই একটি ট্রাক্টর আটক করেছে। ধৃতদের এদিন গ্রেফতার করে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দামোদর নদের উপর থাকা একটি বৈধ বালিঘাট থেকে কয়েকজন ব্যক্তি জোর করে চালান ছাড়াই ট্রাক্টর বোঝাই করে বালি পাচারের চেষ্টা করছিল। ঘটনার খবর পেয়ে সোনামুখী থানার পুলিশ ট্রাক্টরগুলিকে তাড়া করতে শুরু করে। সোনামুখী থানার ডিহিপাড়ার কাছে দুটি ট্রাক্টরকে আটক করে পুলিশ। আটক করা বালি বোঝাই ট্রাক্টরগুলিকে সোনামুখী থানায় নিয়ে আসার সময় ঘটে ঘটনাটা। আমশোল মোড় লাগোয়া এলাকায় আচমকাই ১৫-২০ জন দুস্কৃতী পুলিশের গাড়ি আটকে পুলিশকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পুলিশকে মারধর করার পাশাপাশি পুলিশের কাছ থেকে আটক হওয়া একটি ট্রাক্টর কার্যত ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুস্কৃতীরা। ঘটনায় ৩ জন পুলিশকর্মী আহত হন। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে বালি বোঝাই বাকি ১টি ট্রাক্টরকে সোনামুখী থানায় নিয়ে আসে। পরে পুলিশকে মারধরের ঘটনায় ৪ যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এদিন ধৃতদের বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

হনুমান মূর্তি ভাঙার অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৯ নভেম্বরঃ রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র ও চট্টগ্রামের হাটহাজারীর পুণ্ডরীক ধামের প্রাক্তন অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীরকে গ্রেপ্তার করেছে সেদেশের অর্ন্তবর্তী সরকার। যার জেরে উত্তাল ওপার বাংলা। আঁচ পড়েছে এপারেও। এর মধ্যেই সিউড়ি ২ নম্বরে ব্লকের ইন্দ্রগাছা মোড়ে একটি মন্দিরের হনুমান মূর্তি ভাঙার অভিযোগ উঠল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সিউড়ি থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সিউড়ি-বোলপুর রাস্তার ধারে ১০-১২ বছর আগে অস্থায়ীভাবে একটি হনুমান মন্দির গড়ে ওঠে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাতে কেউ বা কারা বজরংবলির মূর্তি ভাঙে। মন্দিরের পুরোহিত রাতে সেই ঘটনা জানতে পারলেও কাউকে জানাননি। শুক্রবার সকালে তিনি মন্দিরে গেলে বিষয়টি জানাজানি হয়। প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে।" বিষয়টি নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি লেখেন, 'বীরভূমের সিউড়ি ২ ব্লকের ইন্দ্রগাছা মোড়ে বজরংবলির মূর্তি ভাঙা হয়েছে। আমি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের কাছে অনুরোধ করছি দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হোক।' জেলা পুলিশের কর্তারা জানান, তারা বিষয়টির উপর নজর রাখছে। নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

কুলট্যাঁড় চিরুগোড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম- কুলট্যাঁড়, পো- কুটনী (মান-২), জেলা- পুরুলিয়া

রেজিঃ নং- ৫০পি, তাং- ২৮/০৬/১৯৭৪

পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

পরিচালকমণ্ডলীতে শূন্য আসনঃ ১৫

(মহিলা ঃ ২, তপশিলি জাতি/উপজাতি ঃ ১, অসংরক্ষিত ঃ ১২)

নির্বাচনী নির্ঘন্ট

মনোনয়নপত্র গ্রহণ ঃ- ১৯শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৪, সমিতির অফিস।

মনোনয়নপত্র পরীক্ষা ঃ- ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৪, বেলা-১১টা, সমিতির অফিস।

বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ ঃ- ২২শে ডিসেম্বর, ২০২৪, বিকাল- ৪টা।

মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ঃ- ২৩শে ডিসেম্বর, দুপুর ২টা পর্যন্ত।

চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ঃ- ২৩শে ডিসেম্বর, দুপুর ২টার পর।

নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ ঃ- ১২ই জানুয়ারি, ২০২৫, কুলট্যাঁড় প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ভোট গণনা ঃ- ১২ই জানুয়ারী, ২০২৫, ভোটগ্রহণের পর।

বন্ধ ঘর থেকে বৃদ্ধ দম্পতির পচাগলা দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৯ নভেম্বরঃ কয়েকদিন ধরেই পচা গন্ধ নাকে আসছিল এলাকাবাসীর। যত সময় এগোচ্ছিল, গন্ধ হচ্ছিল প্রকট। গন্ধের উৎস সন্ধানে প্রতিবেশীরা শুক্রবার একটি বাড়ির ভিতর থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে প্রকট। ভাল না ঠেকায় খবর দেন থানায়। পুলিশ গিয়ে বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে বৃদ্ধ দম্পতির পচাগলা দেহ উদ্ধার করে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানা রাণীচক এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শেখর মণ্ডল (৬৩) ও তাঁর স্ত্রী শিপ্রা মণ্ডল (৬১)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকাবাসীরা বাড়ির ভিতর থেকে পচা গলা গন্ধ পান। তারপরেই জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পান খাটের উপর শুয়ে রয়েছেন বৃদ্ধ দম্পতি, ছড়িয়েছে দুর্গন্ধ। খবর দেওয়া হয় দাসপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে বৃদ্ধ দম্পতির পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, দু'জনেই শোওয়ার ঘরে বিছানায় খাটের উপর শুয়েছিলেন। মৃতের ভাইপো সন্দীপ মণ্ডলের থেকে জানা যায়, তাঁর কাকা কাকিমা দু'জনেই বাড়িতে থাকতেন। তাঁদের কোনও সন্তান নেই। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহের পাশ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান স্বামী স্ত্রী আত্মহত্যা করেছেন। প্রতিবেশীরা জানাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন ওই দম্পতি। আর তা থেকে মানসিক অশান্তি। চিকিৎসার জন্য বেশ কিছু টাকা ঋণও হয়েছিল অনেকের কাছে। সেই অবসাদেই আত্মহত্যা বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

স্পা-র ভিতরে মধুচক্রের আসর, উদ্ধার ৭ তরুণী, ঘটনায় গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ নভেম্বরঃ বিগত কয়েক মাসে দফায় দফায় হয়েছে পুলিশি অভিযান। রেইড চলেছে দিঘা-মন্দারমণির একের এক হোটেলে। পর্দাফাঁস হয়েছে মধুচক্রের ফের। এবার একই ছবি ওল্ড দিঘায়। বৃহস্পতিবার রাতে ওল্ড দিঘার বাইপাস সংলগ্ন এলাকার একটি স্পা সেন্টারে হানা দেয় পুলিশ। ভিতরে ঢুকতেই চোখ কপালে উঠে যায় পুলিশের। অভিযোগ, এখানেই রমরমিয়ে চলছিল দেহ ব্যবসা। ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। পাশাপাশি ৭ মহিলাকেও উদ্ধার করেছে দিঘা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, যে সমস্ত মহিলাদের আটক করা হয়েছে তাঁদের কারও বাড়ি হাওড়ায়, কারও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন স্পা-এর মালিক ব্যোমকেশ পাত্র। পাশাপাশি পাকড়াও করা হয়েছে দীপঙ্কর পয়ড়্যা, শুভম দেবনাথ, সুব্রত আদককে। এদিনই তাঁদের কাঁথি আদালতে তোলা হয়। পুলিশ বলছে, এই ধরনের কাজ যে সৈকত নগরীতে হচ্ছে সেই খবর বারবারই তাঁদের কাছে আসছে। এমনকী বিগত কয়েক মাসে মধুচক্রের কারবার যে জাঁকিয়ে বসেছে তাও পুলিশের অজানা নয়। এই স্পা-তে যে অবৈধ কাজ-কারবার চলছে সেই খবর গোপন সূত্রে এসে যায় দিঘা থানার পুলিশের কাছে। তারপরই অ্যাকশনের পরিকল্পনা। সেই মতো কাজ। আগামীতেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানাচ্ছে পুলিশ।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

বঙ্গ বিজেপির নেতা কে?

বাংলায় প্রবাদ আছে 'গদা বড় বীর'। প্রবাদ অনুযায়ী বর্তমান সময়ে বঙ্গ বিজেপিতে গদাদের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। বিজেপিকে সাইন বোর্ড করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে সব কজন নেতা। তবে আসল প্রশ্ন বঙ্গ বিজেপিকে চালাচ্ছে কে তাই কেউ জানে না। সবাই নিজে নিজে রাজা সেজে যা খুশি বক্তব্য রেখে যাচ্ছে। এই কদিন ধরে দেখা যাচ্ছে কাঁথির মেজ ছেলেটা মমতা ব্যানার্জীর সরকার অমুক তারিখ পড়ে যাবে, অমুক তারিখ দেখ কি হয়, অমুক তারিখ ভাইপো জেলে যাবে তারপর পিসি জেলে যাবে এগুলো বলা বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই তাকে মানসিক রোগগ্রস্ত বলে মন্তব্য করে চলেছেন এবং এটা শুনেই হয়ত ওই ধরণের কথা বলা বন্ধ রেখেছে। আগে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ আলটপকা মন্তব্য করতে ওস্তাদ ছিলেন। তার তেজ এখন প্রদীপের শুকনো সলতের মতো। তেল নেই, তাই জ্বলছে না। এমপি নন, এমএলএ নন, রাজ্য সভাপতি নন শুধু ভোটে দাঁড়ানো নেতা বললে দানাপানি মেলা মুশকিল। যার দানাপানি নেই, রাজনৈতিক দলে তার কোন মূল্য নেই। যখন দিলীপ ঘোষ রাজ্য সভাপতি ছিলেন তখনও তাকে দলের প্রবীণ নেতাদের মুখ থেকে কটাক্ষ শুনতে হয়েছে। যদিও তাতে তিনি দমে যাননি। সভাপতির পদ চলে যাওয়ার পর তাকে এতটাই মূল্যহীন হয়ে থাকতে হবে এই অনুমান যদি তিনি করতে পারতেন তাহলেও তার কোন লাভ হত না। কেন্দ্রের বিজেপি নেতারা তাকে ফেল করা নেতা বলেই জানেন। তবুও বর্তমান নেতৃত্বের তুলনায় তার সময়ে দলের অবস্থান অনেকটাই ভাল ছিল। লোকসভায় আসন বেড়েছিল, বিধানসভায় আসন বেড়েছিল। সুকান্ত মজুমদারের নেতাগিরিতে দলের অবস্থান খারাপ থেকে অতি খারাপ হতে চলেছে তা সম্যক বুঝেছেন দিল্লীর কর্তারা।

সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত খবরে দেখা যাচ্ছে কয়েকদিন আগে এরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত দিল্লীর নেতা সুনীল বনসল বঙ্গ বিজেপি নেতাদের যাচ্ছেতা ভাষায় রগড়ে দিয়েছেন। এমন কি তাদেরকে মস্তান বলেছেন। শুধু তাই নয় এরাজ্যের নেতারা বিজেপিকে ভাল অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবে না সেই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। এটা বাস্তব এখানকার দু চারজন নেতা আছেন যারা নিজেদের এলাকায় মস্তানি করেন ঠিকই তার বাইরে তাদের কোন অবস্থান নেই। দলের সদস্য বাড়ানোর ক্ষেত্রেও কেন্দ্রের নেতারা এ রাজ্যের নেতাদের ধাতানি দিয়েছেন তাও সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। এরপরও বাংলার বিজেপি নেতারা কিছু শিক্ষা নিয়েছেন এরকম দেখা যাচ্ছে না। উল্টো পাল্টা অবাস্তব প্রমাণহীন, তথ্যহীন কথা বলেই চলেছেন এবং মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন। তাতেও অবশ্য এদের লজ্জা বলে কিছু নেই। তাদের তৎপরতা বেড়েছে এরকম দেখা যাচ্ছে না। আগামী দিনে হয়ত কেন্দ্রের নেতারা ধরেই নেবেন বিজেপির কাছে বাংলা ব্রাত্যই হয়ে থাকবে।

সকল কর্তব্য র্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

মানুষের কর্তব্য

যেতে চাইলেও সে যেতে পারবে না। কেননা তার মধ্যে এমন শক্তি নেই। যখন আমরা সাবধানতা অবলম্বন করেও সবসময় অপরিচিত স্থানে যেতে পারি না তখন নিয়ামক ছাড়া যোনি পরিবর্তন অসম্ভব।

যদি একথা বলা হয় যে সেই সময় অজ্ঞানের বাধা দূর হয়ে যায় তবে তাও যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা মৃত্যুর সময় দুঃখ এবং মোহের আধিক্যবশতঃ জীবের অবস্থা খুবই কঠিন বলে মনে হয়। অবস্থা যোগী বা জ্ঞানীর মতো হয় না, যদি অজ্ঞানের বাধা সরে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তারা জীবন্মুক্ত হয়ে যায় বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে তা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা ভোগ, প্রায়শ্চিত্য, উপাসনা প্রভৃতি ছাড়া পাপের বিনাশ হয়ে গিয়ে কারও হঠাৎ জীবন্মুক্ত হয়ে যাওয়া অসম্ভব। সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের সাহায্যে যোনি প্রবেশাদি কর্ম সম্পাদন সম্ভব নয়। আবার তা দুঃখস্বরূপ হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষদের ইপ্সিত নয়, তাদের সামর্থ্যও নয়। অতএব এটি প্রমাণিত হয় যে কর্মানুসারে ফলভোগ করাবার জন্য সৃষ্টির নিয়ন্তাকে প্রয়োজন এবং সেই বিধানকর্তা অবশ্যই ঈশ্বর।

ঈশ্বর ভজনার প্রয়োজন কেন?

মেনে নেওয়া গেল যে ঈশ্বরই শুভাশুব কর্মানুসারে ফল দেন কিন্তু তিনি তার কম-বেশি করতে পারেন না তাহলে তাঁকে ভজনা করবার প্রয়োজন কী? এইবার এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে। **ক্রমশ...**

অকাল বিড়ম্বনা

আভা চট্টরাজ

(পরবর্তী পর্ব ...) ৪০তম পর্ব

বুদ্ধিমান প্রাণী মানুষ

মানুষ এত বেশী বুদ্ধিমান হয়ে গেছে আজকাল যা কহতব্য নয়। বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পাশের বাড়ির খবর রাখছে না সময় নষ্ট হবে বলে। ছেলে মেয়ের পড়াশোনার দোহাই দিয়ে কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়ি ভুল করেও পা রাখছে না। ঐ কখনো সখনো কোনো অনুষ্ঠান হলে পার্টির সময় টুকুর জন্য পদার্পন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে যাচ্ছে ! কারো সাথে দেখা হলে ভাল না হলেও কোনো অনুশোচনা নেই ! ঐ বুড়ী ছোঁয়ার মতো ছুটে গিয়ে ছুঁয়েই দে দৌড় ! মানুষ দৌড়াচ্ছে _ হাঁপিয়ে উঠছে দৌড়াতে গিয়ে তবুও ...

মামা _ কাকা _ মেসো _ পিসো _ মামাতো _মাসতুতো _ পিসতুতো _ খুড়তুতো _ জ্যাঠতুতো এসব তুতো সম্পর্কগুলো হয়তো বিস্মৃত হতে আর খুব বেশি দিন দেরী নেই ! সম্পর্কগুলোও হয়তো মানুষের কাছে বিড়ম্বনা হয়ে যাবে একদিন। কেউ কারো জন্য ভাবে না কেউ কারো খবর রাখে না সদাব্যস্ততা ইঁদুর দৌড় ওদের স্থির থাকতে দেয় না।

যদি আগামী কুড়ি বছর কোনো তুতো সম্পর্কের ক্ষেত্রে অচেনা হয়ে থাকে তাহলে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু থাকবে না। আসলে সম্পর্কের ঘেরাটোপে থাকলে সম্মান দিতে হবে _ ভয় রাখতে হবে _ ভালোবাসতে হবে এত সব কিছু নিয়ে থাকতে চাইবে না মানুষ। তার নমুনা কিছুটা শুরু হয়ে গেছে _ চাইলেই তা বোঝা যায় !

হয়তো সম্পর্ক শূন্যতাকে আমাদের তরফ থেকে স্বাগত জানাতে হবে। আমাদের মানে যাদের পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে বয়স।

তবে আগামী প্রজন্মের কাছে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার মানুষ না থাকলে ওদের অজ্ঞতা বা বিড়ম্বনা কোনো কিছুই সেভাবে রেখাপাত করবে না।

সে রামও থাকবে না সে অযোধ্যাও থাকবে না !

হয়তো থাকবে না বিড়ম্বনা _ থাকবে না আপনজন।

পরিবর্ত্তনশীল জগতের পরিবর্ত্তন মেনে নিয়েই চলতে হবে চরৈবেতি !

(পরবর্তী পর্ব পরের শনিবার...)

বাংলা সাহিত্যে শাক্ত ধারা

বদরুল হক

বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান অবধি যতটা ধারা সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে শাক্ত ধারা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

বাঙালিরা শাক্ত ও শক্তির উপাসনা করে বলেই ধর্ম চিন্তায় শক্তি ও মাতৃ পুজোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। সে বিবেচনায় খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ - ত্রয়োদশ শতকে বৈষ্ণব ভাবধারার পাশাপাশি শাক্ত ধর্মের উন্মেষ ঘটে। শাক্ত সাধনার দুটি ধারা কন্যাভাব ও মাতৃভাবকে সাধকরা তাঁদের সাধন কর্মে উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করে রচনা করেন মাতৃসঙ্গীত বা শাক্ত পদাবলী। তবে এ শাক্ত সঙ্গীতগুলো শাস্ত্রাচার ও তান্ত্রিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় এর মতে, "শক্তি অর্থ উমা-পার্বতী- দুর্গা- কালিকাকে কেন্দ্র করে যে গান রচিত হয় তাকে বলা হয় শাক্ত গান।" অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ সেন শাক্ত পদাবলীকে তান্ত্রিকতা মুক্ত করে নব রূপে প্রাণের সঞ্চার করেন। তাঁর কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্তন এ ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখে। আর তখন থেকেই শাক্ত পদগুলো বাংলা সাহিত্যে এক সোনালি অধ্যায় হিসেবে সংযুক্ত হয়। রামপ্রসাদের পরেই শাক্ত পদ রচনায় কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এছাড়া মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ চৌধুরী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ, মহারাজ নন্দকুমার, নিধুবাবু, দাশরতি রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, কাঙাল হরিনাথ, নবীনচন্দ্র সেন, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গী প্রমুখ শাক্ত পদকর্তারা শাক্ত পদাবলীগুলোকে উচ্চমাত্রা দান করেন। এদিকে, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে শাক্ত পদ রচনায় কাজী নজরুল ইসলাম অভাবনীয় সাফল্য দেখান। তিনি শাক্ত পদাবলীকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তাই নজরুলকে দ্বিতীয় রামপ্রসাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বাংলা কাব্য সাহিত্য ছাড়াও কথাসাহিত্য তথা উপন্যাস, গল্প, নাটকেও শাক্ত ভাবধারা উজ্জলবর্ণে রূপায়িত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা', শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা', বিভূতিভূষণের 'তান্ত্রিকের গল্প', তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের ' ছলনাময়ী ' গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটক এবং সাম্প্রতিক কালের সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কিশোর সন্ন্যাসিনী', ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প 'বশীকরণ' এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুলত: শাক্ত পদগুলো বাংলা সাহিত্যের এক অমুল্য সম্পদ। আজও তাই ভক্ত হৃদয়ে অনুরণিত হয়:

''মা তোমারে বারে বারে জানাব
আর দুঃখ কত,
ভাসিতেছি দিবানিশি দুঃখ নীরে
স্রোতের শ্যাওলার মত"।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

কবিতা

তুই আর আমি

কিশলয় গুপ্ত

তোর যেরকম পান থেকে চুন খসে
এক লহমায় নরম গালটা পোড়ে
আমারও তাই শিকল ভাঙা হৃদয়
খোলামেলা বাতাস পেলেই ওড়ে।

তোর যেরকম আমার মানে আমার
সন্দেহ মেঘ হেসে বাঁধে দানা
আমিও তাই দিনে বুজি দু'চোখ
আমিও তাই রাতে হই রাতকানা।

তোর যেরকম অঙ্ক ধরে বাস
হিসাব কষে, হিসাব বুঝে ওড়া
আমিও তাই ভূগোল ধরে থাকি
ইতিহাসের পাতায় রাখি পোড়া।

তোর যেরকম পান থেকে চুন খসে
সকাল সকাল গ্রহণ লাগে চাঁদে
আমিও তাই যাপন দেখে হাসি
আর দুনিয়া আমায় দেখে কাঁদে।

আমি ভীত তোমার জন্য

সমীর কুমার ভৌমিক

আমি তো চলেছিলাম
চুপচাপ নির্ভয়, নির্জনে
আপনার চড়াই-উতরাই পথে
নিদারুণ সন্তর্পণে।

তোমার পোষমানা কুত্তা
লেলিয়ে দিয়েছ যখন পিছনে
বুঝতে পারি উপকার কিছু করেছি কখনো
ভুলতে পারোনি সে ঋণে!

ঘেউ ঘেউ -চিৎকার, তর্জন-গর্জন
ভয়ের বাতাবরণ
মরেছি তোমার বিশ্বাসঘাতকতায়
আর হবে না মরণ!

তোমার কুত্তা তোমার খাদ্যে পোষিত
খাদ্য না পেলেই সে হবে রোষিত
তোমার নরম মাংসে দেবে যে কামড়
সেই ভয়ে আমি ভীত!

এক রাতের গল্প

মতিউর রহমান

রাত্রি নেমেছে
চাঁদ-তারার হাসি নিয়ে নয়,
রাতের কার্নিশে ঝুলে থাকে বিষন্নতা
একাকিত্বের লাঠি হাতে পেরোয় প্রহর
খুলে দিয়ে দরজা-জানালা
উত্তরের মাঠ থেকে মেঠো হাওয়া
ছুঁয়ে যায় মন
নির্জনতার মুঠো খুলে
বেরিয়ে আসে কত সব ভাবনা ..
আলোর কাঁথায় সেলাই করি স্নিগ্ধতা
ঝমঝম বৃষ্টি নামে কবিতার মাঠে।

আবেগ

সঞ্জীব দে

খুশি হতাম
যদি মৃত্যু ঘটতো আবেগের।
আবেগ বড় বালাই
সে যে আমার বশে নাই,
ছেলেমানুষি করে
মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে কেবলই।
সমঝদারির সাজে তারে যতই সাজাইনা কেন
দাঁড়ি,কমা মানেনা সে।
ছুট পারে, আর হারিয়ে যায়
একরাশ যন্ত্রণা বয়ে
ফিরে আসে মুক ভার করে।
হতাম নাহয় শক্ত একটা মানুষ
আবেগ শুন্য থাকতো নাহয় পাথুরে হৃদয়টা।
বলতাম বিদায়
যদি মৃত্যু ঘটতো আবেগের !

মায়া

শারমিন নাহার ঝর্ণা

দিন দিন বড্ড বেশিই মায়া বাড়ছে
মন শুধু মনকে আলতো ছুঁয়ে যাচ্ছে,
চেয়ে দেখো এই মিষ্টি রোদ কী মায়ায়
নিঃশব্দে নীরবে মৃত্তিকায় জড়ায়।
এই বাতাস কী মায়ায়
সবুজ পাতাতে হারায়।
গুটি গুটি পায়ে মায়া তোমার দিকে যাচ্ছে
এই মন শুধুই তোমায় সংগোপনে ভাবছে।
মায়ার স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম এই মন
আপন হয়েই পাশে থেকো সারাক্ষণ।।

আকাশকুসুম

সারমিন চৌধুরী

আকাশকুসুম ভাবনা ছিলো জীবনে
তুমি ছিলে সেই স্বপ্নের সোপান,
বেনামি অবেহলা,অনাদরে অবেলায়
তুলে ছিলে হৃদ মাঝারে তুফান।
সময় গড়িয়ে চলেছে অশ্রুজলে ভেসে
নালিশগুলো জমে রয় বালিশে,
মিথ্যার ফুলঝুরি রোজ চোখকে টানে
অভিমানী মন দুঃখ নিয়ে হাসে।
হেলে পড়েছে সূর্য অনুভূতিকে শুকিয়ে
ধুঁকছে ইচ্ছেরা অর্বাচীন মরুপথে,
ছলনা তপ্ত বালির ন্যায় ঝলসে দিচ্ছে
কেউ ছিলোনা ছায়া হয়েই সাথে।
মন বাগিচার ফুল অঙ্কুরেই ঝরে গেছে
তিক্ত কথারা খঞ্জর মেরেছে বুকে,
নিখুঁত অভিনয়ে জীবন্ত লাশ বানালো
একলা সয়েছি দেখিনি কভু তাকে।
চেনাপাখি সুর নিয়ে গেছে অন্য বনান্তে
চারপাশে দীর্ঘশ্বাসের পাহাড় বসে,
কাঁচের মত টুকরো করে জমা বিশ্বাসকে
আঁধারের ঘনঘটা ছড়ালে প্রশ্বাসে।

খিদে স্বপ্ন

শিবানী কুন্ডু খাঁ

বুক পেতে আকাশ দেখে দেখে
লোকগান গেয়ে চলে বিশু কালু
আর অবনীর দল।
বদন বাজায় বাঁশি একমনে।
ও'পাড়ার বটতলে খেলা করে
রাখাল কিশোর সব।
কেউ কাটে ঘাস আলপথে।
অদূরে খালপাড়ে ভেড়া ছাগল
বাছুরের ভিড়।
সেসব আগলে চলে সারাটা সকাল।
তারপর দুপুর গড়ালে খিদে-স্বপ্ন
বুকে বয় আর ঘরের পথে পা ফেলে
শিস দিতে দিতে।

হেমন্তে

বদরুল হক

হেমন্ত আসে সোনা রং হাসে
চারিদিকে ম-ম ঘ্রাণ,
মাঠভরা ধান সুখ অফুরান
হরষিত চাষি প্রাণ।
ফোটে নানা ফুল দেখে অলিকুল
ছোটে মধু আহরণে,
ঝরে নিশাজল করে ঝলমল
সবুজ ঘাসের বনে।
শীত শীত লাগে শিহরণ জাগে
জলজ বাতাস বয়,
রোদ-ছায়া খেলা চলে সারাবেলা
হাঁস-ফাঁস নাহি রয়।
ধান হবে তোলা ভরে যাবে গোলা
বাজবে সুখের বিন,
থাকবে না আর ব্যথা বেদনার
কষ্ট জড়ানো দিন।
পিঠা হবে ঘরে আনন্দ করে
মিলেমিশে সবে খাবে,
চাষি মনে আশ সবকটি মাস
শান্তিতে কেটে যাবে।

শান্তির জন্য

লুৎফুর রহমান চৌধুরী

বাংলার চারিদিকে করুন আর্তনাদ
পড়ে থাকা লাশের গন্ধ,
এ খেলা আর কতো দিন চলবে
বাংলার আনাচে কানাচে।
আমরা হতভাগার মতো
শুধু চেয়ে দেখবো!
নাকি বজ্র কণ্ঠে আওয়াজ তুলবো
এ লাশের খেলা বন্ধ করো।
কত মা বাবার কোল
ইতিমধ্যেই খালি হয়ে গেলো
অমানুষের তাণ্ডব খেলায়।
প্রতিটি মায়ের অশ্রুর
মূল্য নাইবা দিলাম
প্রতিটি মায়ের আত্মার শান্তির জন্য
এসো আজ লড়াই করি,
লড়াই করি অমানবতার বিরুদ্ধে।

জীবন

সাগর মাহাত

অজস্র ব্যাধি বাবাকে ঘিরে ধরেছে
বাবা উঠে হাঁটার চেষ্টা করছেন পারছেন না
প্রতিনিয়ত পশ্চিমের কালো কালো পাথর বাবার বুকে বসে যাচ্ছে।
আমি দেখছি বাবার জীবনে কেবল রেস আছে, কবিতা নেই, রূপকথা নেই।
বাবার মতোই আমরাও অনবরত ছুটে চলেছি
আস্তে আস্তে পাথরের ভার পা দুটোকে মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে
আমরা জীবনের মানে খুঁজে পাচ্ছি না—দিশাহীন ছুটছি
অথচ দাদু দিদারা জীবনের মানে খুঁজে পেতেন লোককথায়, ঝুমুরে।

আসছে ফাগুনে ফুল হয়ে ফুটবো

মমতা মজুমদার

আমাকে ভালো রাখতে গিয়ে, আমি প্রতিবারই পরাস্ত হয়েছি নিজের কাছে।
ভাগ্যের সাথে আমার আজন্মকাল শত্রুতা;
যেন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আকাশ আর জমিনের।
বয়ে চলা নদীটার বুকে, ফেনার মতোই নিদারুণ ভেসে চলেছি একা নিস্তব্ধে;
জীবন সমুদ্রে যখন ভেসে আসে অযাচিত বিরহ ব্যথা ভালো থাকার
রোজকার খাদ্যাভাসের সাথে, তখনও আমি গুলিয়ে ফেলছি নিজেকে।
এ জন্মে আর শখের নেশায় মাতাল হব না!
শুনসান বিকেলে, ঝরে যাব একদিন পাতার মতো।
অঘোষিত যুদ্ধে বিধ্বস্ত করব, এক একটা ভাঙা পাঁজর।
হৃদয় মন্দিরে জমানো যত খুচরো স্মৃতি, মুছে দেবো ঠিক আপন হাতে।
আমাকে ভালো রাখার আর কোনো সুযোগ দেবো না এই নিজেকে।
বৃথাই একটা জীবন, কাটিয়ে দেওয়া যায় খুব অনায়াসেই;
পৃথিবীর সৌন্দর্য উপলব্ধি করে করে।
এই যদি হয় ভালো থাকা; তবে তাই হোক
আসছে ফাগুনে না হয়, ফুল হয়ে ফুটবো।

সূর্য

তাহমিনা চৌধুরী

তুমি সূর্য;
যামিনীর শেষান্তে জাগ্রত হও, আর পৃথিবীতে পুলকসঞ্চার ঘটে -
তোমার প্রকাশে রাঙে এ ভুবন, পক্ষীর ডাকে নিদ্রা টুটে,
মোহ্ জাগে বাসন্তী কাননে- আর মুগ্ধতা ছড়াও প্রাণে-
হিল্লোলে হিল্লোলে হয় জাগরণ।

তোমার কিরণে তেপান্তর ছেয়ে যায়,
বিলীন করে পৌষের মাটিতে স্তিমিত থাকা কুজ্ঝটিকা,
ফসলে ফসলে উষ্মা ক্রোধ, তবুও কৃষাণীর ঠোঁটে হাসি,
সুবর্ণ আলোয় আলোকিত রাশি-রাশি।

পুবালি পবনে নড়ে পাতা,আনন্দিত হয় শিউলি টগর,
অনুভবে অনুভবে গৌরবর্ণ-, আনে শুভ্রতা- , ভালোবাসার টানে,
অস্তাচলে যখন দিনমণি,তখন যামিনী রূপ ধারণ করে নতুন সূর্যের আশায়—

সূর্যের আলোর প্রজ্বলনে চাঁদের আলো জন্মায়,
পাক্ষিক উজ্জ্বল আর পাক্ষিক থাকে অন্ধকারাচ্ছন্নতায়-
চাঁদের ও আছে নীরব আর্থনাদ, আর শেষান্তে আবারও ফিরে আসে -
নতুন সূর্যের প্রবাদ।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

রাজ্য

নিয়োগ মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন কুন্তলেরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আরও এক জামিন। অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের পর এবার জেল থেকে বেরচ্ছেন কুন্তল ঘোষ। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল তাঁকে। সেই সময় তিনি ছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা। পরে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয় তাঁকে। কলকাতা হাইকোর্টে ইডি-র মামলা থেকে আগেই জামিন পেয়েছেন তিনি। আর এবার শীর্ষ আদালতে সিবিআই-এর মামলাতেও জামিন পেলেন কুন্তল। দীর্ঘদিন ধরে জেলে থাকা সত্ত্বেও কেন ট্রায়াল শুরু হচ্ছে না! এই যুক্তিকেই আরও একবার হাতিয়ার করা হয়েছে জামিন মামলায়। কুন্তলের পক্ষে আইনজীবী সওয়াল করেছেন, তদন্ত কবে শেষ হবে, তার কোনও নির্দিষ্ট রূপরেখাও পাওয়া যাচ্ছে না। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট শর্ত সাপেক্ষে জামিনের নির্দেশ দিয়েছে কুন্তল ঘোষকে। শুক্রবার বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার এজলাসে জামিন মামলার শুনানি ছিল। তবে জামিনের শর্ত কী হবে তা ঠিক করবে ট্রায়াল কোর্ট। ইডি-র মামলায় জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সব শর্ত আরোপিত করা হয়েছে, সেগুলি কার্যকর থাকছে। ইডি-র মামলার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তদন্তকারী সংস্থার অনুমতি ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ছাড়তে পারবেন না কুন্তল ঘোষ। ২০২২ সালে পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতার হওয়ার পরই কুন্তল ঘোষ সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই জামিন পেয়েছেন অনেকে। প্রথমে মানিক ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহা জামিন পান। আর সম্প্রতি জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন অর্পিতা। এই যুক্তি দেখিয়ে জামিনের আবেদন করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও।

সময় মেনে ছুটবে বাসও, স্টপেজে বসছে টাইম টেবিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ মেট্রোর ধাঁচে এবার সময়সরণি মেনে ছুটবে বাস। প্রত্যেক বাসস্টপে বসবে এলইডি স্ক্রিনের টাইম টেবিল। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাবেন, কোন রুটের বাস কখন আসবে। সরকারি-বেসরকারি উভয় বাসই সেখানে দেখা যাবে। শুধু কলকাতা নয়, সল্টলেক এবং কেএমডিএ এলাকাতেও প্রত্যেক বাসস্টপে এই টাইম টেবিল বসানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। তবে কাজটি যে বেশ জটিল, তা মানছেন পরিবহণ দপ্তরের কর্তারাও। শহরে সে-অর্থে নির্দিষ্ট করে দেওয়া বাসস্টপ নেই। তাছাড়া রাস্তায় রয়েছে যানজট। সেক্ষেত্রে সময় মেনে আদৌ কতটা বাস আসতে পারবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তবে যা ঠিক হয়েছে, পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে পুরসভা যৌথ ভাবে বাসস্টপ তৈরি করতে পারে। ঠিক হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাস ছাড়বে স্ট্যান্ড থেকে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্টপ ছাড়া বাস দাঁড় করানো যাবে না বলে চালকদের পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেবে পরিবহণ দপ্তর। ধরা পড়লে সেক্ষেত্রে ওই বাসের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দুই বাসের রেষারেষি কমাতে নয়া গাইডলাইন আনছে রাজ্য সরকার। সেখানে বলা থাকবে, বাঁদিকের লেন দিয়েই বাস চালাতে হবে। রাস্তার মাঝখান দিয়ে কোনও ভাবেই যাত্রী তোলা যাবে না। অ্যাপের মাধ্যমে প্রত্যেক বাসের গতিবিধি দেখা হবে। যাত্রীদের সঙ্গে কন্ডাক্টরদের ব্যবহার কীরকম হওয়া উচিত ইত্যাদি একগুচ্ছ নির্দেশনামা প্রকাশিত করা হবে। শহরে দুর্ঘটনা কমাতে বাসের রেষারেষি বন্ধে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তরকে ব্যবস্থা নিতে বলেন। তার পরই মেয়র ফিরহাদ হাকিমের উপস্থিতিতে পরিবহণমন্ত্রী পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই এই নয়া গাইডলাইন আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি বাসেও এবার যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে টিকিট কাটা যাবে বলে ঠিক হয়েছে। ক্যাশলেস সিস্টেম পরীক্ষামূলক ভাবে ১০টি সরকারি বাসে চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই প্রক্রিয়া জনপ্রিয় হলে কিউআর কোড ব্যবহার করে আরও বাসে এভাবে টিকিট কাটা শুরু হবে। এতদিন যাত্রীসাথী অ্যাপের মাধ্যমে ট্যাক্সি বুক করতেন যাত্রীরা। উল্লেখ্য, শুক্রবার বেসরকারি বাসের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে বাসচালক এবং কন্ডাক্টরদের আচরণ কীরকম হওয়া উচিত তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবর। সেখানে পুলিশ, পরিবহণ দপ্তর এবং পুর কমিশনারদের উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

ওপারের রোগী দেখা বন্ধ শহরের চিকিৎসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর লাগাতার নির্যাতন ও হিন্দু মন্দির ভাঙচুরের ঘটনায় ফুঁসছে ভারতসহ গোটা বিশ্ব। সেদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একাধিক উপদেষ্টার মুখ থেকে শোনা গিয়েছে ভারতবিরোধী মন্তব্য। এমনকী ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে পেতে রাখা হয়েছে ভারতের পতাকা। আর এর পরই বাংলাদেশি রোগী দেখা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতার খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে একথা জানিয়েছেন তিনি। সঙ্গে শহরের অন্য চিকিৎসকদেরও এই পথে হাঁটার আবেদন জানিয়েছেন ইন্দ্রনীলবাবু। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঢাকার বুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভারতের জাতীয় পতাকা পেতে রাখার ছবি পোস্ট করে চিকিৎসক ইন্দ্রনীল সাহা লিখেছেন, 'বিইউইটি ইউনিভার্সিটির প্রবেশপথে ভারতীয় জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা! চেম্বারে বাংলাদেশের রোগী দেখা আপাতত বন্ধ রাখছি। আগে দেশ, পরে রোজগার। আশা রাখবো সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া অবধি অন্য চিকিৎসকরাও তাই করবেন।' অপ্রতুল চিকিৎসা পরিকাঠামো, আকাশ ছোঁয়া চিকিৎসার খরচ ও সেদেশের চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি কলকাতায় চিকিৎসা করাতে আসেন। জটিল রোগে আক্রান্ত বহু বাংলাদেশিকে চিকিৎসা করাতে নিয়মিত কলকাতায় আসতে হয়। কার্যত কলকাতার চিকিৎসকদের ভরসায় বেঁচে আছেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকরা বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসা করা বন্ধ করে দিলে তাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে। সেদেশে যে ভাবে ভারত বিদ্বেষ ছড়িয়েছে তাতে ইন্দ্রনীল সাহাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থন করেছেন অনেকেই। দাবি, কট্টরপন্থীদের দমন না করলে একতরফা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করার দায় নেই ভারতেরও।

শরীরে আঘাতের চিহ্ন, সাব ইন্সপেক্টরের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ কলকাতায় পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু। বাড়িতেই মৃত্যু আলিপুর থানার এএসআই শংকর চট্টোপাধ্যায়ের। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, ছেলে ও স্ত্রীর মারধরের জেরে প্রৌঢ়ের এই পরিণতি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায়। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে ফুঁসে উঠেছেন এলাকার বাসিন্দারা। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শংকর চট্টোপাধ্যায়। আলিপুর থানার এএসআই পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরেই নার্ভের সমস্যায় ভুগছিলেন। হাঁটতে সমস্যা হচ্ছিল। ফলে ছুটিতে ছিলেন তিনি। চিকিৎসা চলছিল বাঙুর হাসপাতালে। শুক্রবার সকালে প্রতিবেশীরা জানতে পারেন শংকরবাবুর মৃত্যু হয়েছে। এর পরই প্রতিবেশীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, দিনের পর দিন মৃত পুলিশকর্মীর উপর অত্যাচার চালাতো তার স্ত্রী ও ছেলে। রীতিমতো মারধর করা হতো। রাস্তায় ফেলেও প্রৌঢ়কে মারা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঠিক মতো খেতেও দেওয়া হত না বলে অভিযোগ। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, স্ত্রী ও ছেলেই খুন করেছে ওই পুলিশকর্মীকে। ইতিমধ্যেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। রিপোর্ট এলেই স্পষ্ট হবে, খুন নাকি অসুস্থতার কারণেই মৃত্যু। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে এখনও অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

রাজ্যসভায় আসন বদলে 'লাস্ট বেঞ্চ'এ বসতে চান সুখেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ আর জি কর কাণ্ডে মুখ খুলেছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। সূত্রের খবর, জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য হওয়ার পর সম্প্রতি দলের বৈঠকে ডাক পাননি তিনি। এবার রাজ্যসভায় নিজের আসন বদলের জন্য চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড়কে চিঠি দিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় সারির আসন ছেড়ে লাস্ট বেঞ্চে যেতে চাইছেন তিনি। এর পরই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। প্রশ্ন উঠছে, দলের থেকে দূরত্ব বাড়াতে চাইছেন সুখেন্দু? আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধারের পর প্রতিদিন রাজপথে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল। সেই সময় কখনও গান লিখে বা পোস্ট করে ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন। যা নিয়ে অস্বস্তিতে পড়েছিল দল। সমস্যায় পড়েছিলেন সুখেন্দুও। লালবাজারে তলব করা হয় তাঁকে। তবে তাঁর বক্তব্য নিয়ে দলের কেউই সরাসরি মুখ খোলেননি বা পাশে দাঁড়াননি। এদিকে ২৫ নভেম্বর হওয়া দলের বৈঠকে ডাক পাননি বলেই খবর। তখনই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে দলের সঙ্গে কি দূরত্ব বাড়ছে এই বর্ষীয়ান সাংসদের? এই আবহে, রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে তাঁর বর্তমান আসন বদলানোর চিঠি সেই জল্পনা উসকে দিয়েছে। তবে আসন বদলানোর স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে সখেন্দু লিখেছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। চলাফেরায় সমস্যা হচ্ছে। সেই জন্যই দ্বিতীয় সারি থেকে পিছনের দিকে আসতে চাইছেন তিনি। এ বিষয়ে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, "তৃণমূলে তো একটাই পদ। সুখেন্দুবাবু অনেক পুরনো সাংসদ। কিন্তু আর জি কর কাণ্ডে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

আমার সংগঠনের ধারে কাছে নেই, ফিরহাদকে খোঁচা সিদ্দিকুল্লার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ওয়াকফ নিয়ে জটিলতা চলছেই। ওয়াকফ বিলের বিরোধিতায় শনিবারই পথে নামতে চলছে তৃণমূল। এদিকে এরইমধ্যে বিস্ফোরক দাবি করে বসেছেন সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি তথা মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। শনিবারের সমাবেশের ব্যাপারে নাকি তিনি কিছুই জানেন না। সাফ বলেছেন, 'শুনেছি তৃণমূল একটা সভা ডেকেছে। আমি এ ব্যাপারে জানি না।' এদিকে একই ইস্যুতে সুর চড়িয়ে বৃহস্পতিবার কর্মসূচি নিয়ে ফেলল জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। কিন্তু তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের তরফে, সোজা কথায় দলের তরফে যেখানে একটা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে সেখানে আলাদা কর্মসূচি কেন? এই প্রশ্নেই তৃণমূলের নবীন-প্রবীন দ্বন্দ্বের আবহেই আবার নতুন চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও সিদ্দিকুল্লা স্পষ্ট বলছেন, "আমি তৃণমূলের ওয়াকফ বিরোধী সভায় থাকব না। কারণ আমার উত্তরবঙ্গে বইমেলা আছে। আমি ববি হাকিমকেও জানিয়েছি। আমি থাকতে পারব না।" তবে শনিবারের সভার কথা পরবর্তীতে তিনি যে সংবাদমাধ্যম মারফত তিনি জেনেছেন তাও জানান। সঙ্গে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। বলেন, "তৃণমূলের সভার কথা আমি সংবাদমাধ্যমে দেখেছি। আমি মুশারফকে বলেছি আমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল। পরামর্শ নেওয়া হয়নি। কিন্তু মুসলমানের অধিকার রক্ষায় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর ধারে কাছে কেউ নেই।" একইসঙ্গে একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে বসেন কলকাতার মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকেও। স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "ববি হাকিম রাজনীতিতে আমার চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু মুসলমানদের নিয়ে লড়াই আন্দোলনে আমার সংগঠনের ধারে কাছে কেউ নেই।" তাঁর এ মন্তব্য নিয়েই এখন জোর চর্চা। প্রসঙ্গত, তৃণমূলে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বের আবহে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ব্যাট ধরে ফিরহাদদের আক্রমণ করে বসেছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তাঁর দাবি, অভিষেককে কোণঠাসা করা হচ্ছে দলে। বিতর্কের মধ্যে তাঁকে ইতিমধ্যেই হুমায়ুনকে শোকজ করেছে দল।

ক্রীড়া-সংবাদ

'হাইব্রিড মডেল বাদ দিয়ে বিকল্প বলুন'

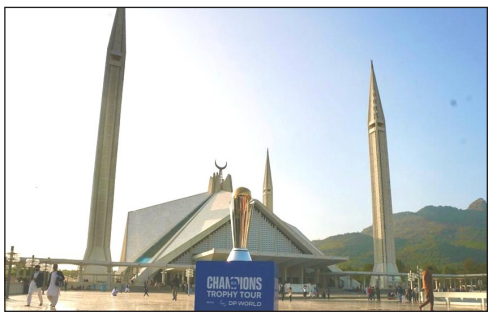

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ বেশির ভাগ ম্যাচ হবে পাকিস্তানেই, তবে ভারতের ম্যাচ হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে—চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য এমন 'হাইব্রিড মডেল' প্রত্যাখ্যান করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পিসিবির পক্ষ থেকে আইসিসিকে বলা হয়েছে, হাইব্রিড মডেল গ্রহণযোগ্য নয়। বিকল্প প্রস্তাব দিন, যা বাস্তবায়নযোগ্য। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে পিসিবি তাঁর অবস্থান তুলে ধরেছে এমন সময়ে, যখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভেন্যু নিয়ে আলোচনায় বসতে চলেছে আইসিসি বোর্ড। ভারত ক্রিকেট দল আয়োজক দেশ পাকিস্তানে যাবে না বলার পর থেকে অচলাবস্থায় পড়ে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। এ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আজ ভার্চুয়াল বোর্ড মিটিং করার কথা আছে আইসিসির। হাইব্রিড মডেল প্রত্যাখ্যান বিষয়ে পিসিবির একটি সূত্র ক্রিকেটপাকিস্তানকে বলেন, 'অন্য একটি দেশের সঙ্গে মিলে টুর্নামেন্ট আয়োজনের বিষয়ে আমরা একমত নই। পাকিস্তান দল ভারতে খেলতে যাবে কিন্তু ভারতে এখানে আসতে চাইবে না, এটা অগ্রহণযোগ্য।' বৃহস্পতিবার রাতে পিসিবির এক কর্মকর্তা ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে জানান, বোর্ড মিটিংয়ে হাইব্রিড মডেল বিষয়ক আলোচনায় আগ্রহী নয় পাকিস্তান, এমনটি আইসিসিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, 'পিসিবি আইসিসিকে বলেছে, চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে যেন যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়।' চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে হাইব্রিড মডেলের বাইরে দুটি বিকল্পের কথা লিখেছে ক্রিকইনফো। একটি হচ্ছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পুরো আসরই পাকিস্তানের বাইরে অন্য কোথাও আয়োজন করা। এ ক্ষেত্রে আয়োজক স্বত্ব পিসিবিরই থাকবে। অনেকটা চলতি বছরের নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মতো। যার আয়োজক ছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড, কিন্তু খেলা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দ্বিতীয় বিকল্প চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সব ম্যাচই হবে পাকিস্তানে, তবে ভারত খেলবে না। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্পটি প্রায় অসম্ভব। কারণ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়ের বড় উৎসই ভারত। আবার শুধু ভারতের অংশগ্রহণের পাশাপাশি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচও গুরুত্বপূর্ণ। সবচেয়ে বেশি আয় হয় দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি লড়াইয়েই। এমন প্রেক্ষাপটে শেষ পর্যন্ত কী হয়, তা জানা যেতে পারে আজকের আইসিসি বোর্ড মিটিংয়ের পর। তবে বৈঠকের পর এ নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আলাপ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে পিসিবি। এরই মধ্যে পাকিস্তান সরকার ও দেশটির সাবেকদের অনেকেই এমন অবস্থান নিয়েছেন যে, এবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারত ক্রিকেট দল পাকিস্তানে না এলে ভবিষ্যতে পাকিস্তান দলও ভারতে যাবে না, এমনকি আইসিসি বা এসিসির টুর্নামেন্টেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।

এক দিনে ৬ ক্যাচ মিস নিউজিল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্লেন ফিলিপস শূন্যে ভেসে ওলি পোপের যে ক্যাচটা নিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এ বছরের সেরা ক্যাচগুলোর একটি। দুর্দান্ত সব ক্যাচের জন্য আগেই 'বাজপাখি', 'সুপারম্যান' তকমা পাওয়া ফিলিপসের ক্যারিয়ারে এই ক্যাচ নিশ্চয়ই ওপরের দিকেই থাকবে। কিন্তু ফিলিপসের আরেকবার 'বাজপাখি' হয়ে ওঠার দিনে নিউজিল্যান্ডের বাকি ফিল্ডাররা যেন হাতে মাখন মেখে (বাটার ফিঙ্গার) নেমেছিলেন!

একটি-দুটি নয়, আজ ক্রাইস্টচার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৭৪ ওভারের মধ্যে ৬টি ক্যাচ মিস করেছে নিউজিল্যান্ড! এক হ্যারি ব্রুকই ক্যাচ দিয়ে বেঁচেছেন ৪ বার! এত বেশি সুযোগ দিলে একজন ব্যাটসম্যান ফিল্ডিং দলকে যা শাস্তি দেওয়ার, সেটিই দিয়েছেন ব্রুক। ডানহাতি এ ব্যাটসম্যান সপ্তম টেস্ট সেঞ্চুরি করে দিন শেষে মাঠ ছেড়েছেন ১৩২ রানে অপরাজিত থেকে। দিনের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৩৪৮ রানে থামিয়ে দেওয়া ইংল্যান্ড দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৫ উইকেটে ৩১৯ রান নিয়ে। আগামীকাল তৃতীয় দিন সকালে ব্রুকের সঙ্গে ব্যাট করতে নামবেন বেন স্টোকস। ৩৭ রানে অপরাজিত থাকা ইংল্যান্ড অধিনায়কও একবার ক্যাচ দিয়ে বেঁচেছেন। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক টম ল্যাথামের কাছে ক্যাচ দিয়ে বাঁচার সময় তাঁর রান ছিল ৩০। স্টোকস কতটা ভোগাবেন, সেটা তৃতীয় দিনে বোঝা যাবে। তবে চারবার জীবন পাওয়া ব্রুক এরই মধ্যে কিউইদের যথেষ্ট ভুগিয়েছেন। ১৮, ৪১, ৭০ ও ১০৬—নিয়মিত বিরতিতে ক্যাচ দিয়েছেন ব্রুক, নিউজিল্যান্ড ছেড়েছে সব কটিই। এর মধ্যে প্রথমটিই ছেড়েছেন ফিলিপস, বাকিগুলো ল্যাথাম, ডেভন কনওয়ে ও টম ব্লান্ডেল। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক ল্যাথাম তাঁর প্রথম ক্যাচটি ছেড়েছেন ইনিংসের শুরুর দিকে বেন ডাকেটের।

নতুন রেকর্ড, বোলিং করলেন ১১ জনই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ একটা দলে বোলার থাকে কতজন? ৫ জন, ৬ জন কিংবা একাধিক অলরাউন্ডার মিলিয়ে ৭-৮ জনও হতে পারেন। কিন্তু কোনো দলের ১১ জনই যদি বোলিং করেন? টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নজিরবিহীন এই ঘটনাই ঘটেছে আজ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ভারতের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে মণিপুরের বিপক্ষে দলের ১১ জনকে দিয়েই বোলিং করিয়েছে দিল্লি।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি তো বটেই, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন ঘটনা এই প্রথম। এর আগে ২০ ওভারের ম্যাচে সর্বোচ্চ ৯ জন বোলার ব্যবহারের ঘটনা দেখা গেছে বেশ কয়েকবার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেই (বিপিএল) এমন কিছু ঘটেছে ৪ বার। টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দৈর্ঘ্য কম বলে বেশির ভাগ ম্যাচেই ৫-৬ জনের বেশি বোলিং করেন না। কিন্তু মণিপুরের বিপক্ষে দিল্লি অধিনায়ক আয়ুশ বাদোনি ভেবেছেন ভিন্ন কিছু। এক এক করে সব ফিল্ডারের হাতেই বল তুলে দিয়েছেন। বাদোনি নিজে উইকেটকিপার। দলের ষষ্ঠ বোলার হিসেবে বল হাতে নিয়ে তিনিও দুই ওভার করেছেন, এমনকি নেন ১ উইকেটও! দিল্লির ১১ বোলারের মধ্যে তিনজন করেছেন ৩ ওভার করে, ৩ জন দুই ওভার করে। বাকি পাঁচজন বোলিং করেন ১ ওভার করে। ব্যাটসম্যান-উইকেটকিপার নির্বিশেষে সবাই বোলিং করলেও মণিপুর বেশি রান তুলতে পারেনি। ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তোলে ১২০ রান। তাড়া করতে নেমে ৯ বল আর ৪ উইকেট হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে দিল্লি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১১ বোলারের ব্যবহার এই প্রথম হলেও টেস্টে এমন ঘটনা ৪ বার দেখা গেছে। ২০০৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অ্যান্টিগা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১১ জনকে দিয়ে বোলিং করিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ। একই মাঠে ২০০২ সালে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে দলের ১১ জনকে দিয়েই বোলিং করিয়েছিলেন ভারতের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী।

দামে বেশি কাজে কম, এক নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ চ্যাম্পিয়নস লিগের 'রাজা' বা 'কিং অব ইউরোপ' বলা হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। ১৫টা শিরোপা জেতা দলটিকে রাজা বলাটা অবশ্য মোটেই অত্যুক্তি নয়। দ্বিতীয় এসি মিলানের ট্রফির সংখ্যা রিয়ালের অর্ধেকের কম। কিন্তু সেই রিয়াল যেন এবারের নতুন সংস্করণের চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে। ৫ ম্যাচে ২ জয় ও ৩ হার নিয়ে রিয়ালের অবস্থান ২৪ নম্বরে। অবিশ্বাস্যই বটে। অথচ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল ছিল টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেবারিট। এমনকি অর্থমূল্যের সঙ্গে তুলনায়ও রিয়ালের এই পারফরম্যান্স হজম করা কঠিন। ফুটবল পোর্টাল ট্রান্সফারমার্কেটের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পারফরম্যান্স এবং অর্থমূল্যের বিবেচনায় এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নস লিগের এ মৌসুমে সবচেয়ে বাজে দল রিয়াল। বর্তমানে রিয়ালের স্কোয়াডের মূল্য ১৩৬ কোটি ইউরো, যা ফুটবল ক্লাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বিপরীতে চ্যাম্পিয়নস লিগ পয়েন্ট টেবিলে রিয়ালের অবস্থান ২৪ নম্বরে। অর্থাৎ দাম ও অবস্থানের পার্থক্য-২৩। এ তালিকায় দ্বিতীয় আরবি লাইপজিগ। গত মৌসুমে জার্মান ফুটবলে চমক দেখানো লাইপজিগের বর্তমান অবস্থান ৩৬ দলের মধ্যে ৩৪তম। ৫ ম্যাচের ৫টিতেই হারা দলটি এখন পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট পায়নি। আর স্কোয়াডের মূল্য বিবেচনায় ক্লাবটির অবস্থান ১৩তম। ফলে দাম ও পয়েন্ট তালিকায় অবস্থানের পার্থক্য দাঁড়ায় -২১। লাইপজিগের ঠিক পরেই পিএসজির অবস্থান। চ্যাম্পিয়নস লিগ টেবিলে ২৫তম স্থানে থেকে অবনমন অঞ্চলে রয়েছে পিএসজি। স্কোয়াডের অর্থমূল্য বিচারে তারা সপ্তম। অর্থাৎ দাম ও পয়েন্ট টেবিলে অবস্থানের পার্থক্য দাঁড়ায় -১৮। ৪ নম্বরে ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার অধীনে স্মরণকালের সবচেয়ে বাজে সময় পার করা সিটি চ্যাম্পিয়নস লিগ পয়েন্ট টেবিলে ১৭তম। রিয়ালের পর তাদের স্কোয়াডই সবচেয়ে দামি (১২৬ কোটি ইউরো)। ফলে দাম ও পয়েন্ট টেবিলে অবস্থানের পার্থক্য -১৫। অর্থাৎ দামের তুলনায় চ্যাম্পিয়নস লিগে পারফরম্যান্সে সবচেয়ে বাজে দলগুলোর মধ্যে ৪ নম্বরে সিটি।

'আমি কী ভুল করেছি!'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ বয়স ২৫ বছর ২০ দিন। এই বয়সে কত কীই-না দেখলেন পৃথ্বী শ! জাতীয় দলে দুর্দান্ত অভিষেক, আইপিএল চুক্তি সবই ছিল। আর এখন? জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন তো আগেই, এবার আইপিএলে জায়গা পাননি। এর জেরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এখন ট্রলের চরিত্র। আর সেটার মাত্রা এখন এতটাই বেড়েছে যে পৃথ্বী শ অসহায়ের মতো প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, 'আমার কী ভুল?' পৃথ্বী শ নিজের ভুল খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে ভক্ত-সমর্থকেরা পাচ্ছেন। সেটা অবশ্য প্রত্যাশার জায়গা থেকে। কারণ, একসময় এই পৃথ্বীকেই মনে করা হতো ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী শচীন টেন্ডুলকার। সেই প্রত্যাশা মেটাতে না পারা পৃথ্বীর জীবন এতটাই কঠিন হয়ে গেছে যে তাঁকে যেখানেই সমর্থকেরা দেখছেন, অনুশীলনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। সবাই ধরেই নিয়েছেন, তিনি ঠিকভাবে অনুশীলন করছেন না। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আইপিএলের দলগুলোও সেটাই মনে করছে। যুবদলে যাঁদের সঙ্গে খেলেছেন, সেই শুবমান গিলরা এখন আয় করেন কোটি কোটি রুপি। সেখানে মাত্র ৭৫ লাখ ভিত্তিমূল্য দেওয়ার পরও তাঁর দিকে কেউ চোখ দেয় না। এর আগে ফিটনেস সমস্যায় বাদ পড়েছেন মুম্বাইয়ের রঞ্জি ট্রফির দল থেকেও। আইপিএলে দল না পাওয়ার পর পৃথ্বীর একটি ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে এই ওপেনারকে অনেকটা অসহায় কণ্ঠেই কথা বলতে দেখা গেছে। নিয়মিত ট্রলের শিকার হওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন এই ক্রিকেটার, 'মানুষ যদি আমাকে নিয়ে মিম বানায়, তা আমিও দেখি। আমার মাঝেমধ্যে খারাপ লাগে। অনেক সময় মনে হয়, এটা ঠিক হয়নি, তার এভাবে বলা ঠিক হয়নি। যখনই আমাকে সবার সামনে দেখে, মানুষ আমাকে বলতে শুরু করে পৃথ্বী কী করছে, তার অনুশীলন করা উচিত। আর আমি ভাবছিলাম, আজ তো আমার জন্মদিন। আমি ভাবছিলাম, আমি কী ভুল করেছিলাম।' আইপিএলে পৃথ্বী কম সুযোগ পাননি। ম্যাচ খেলেছেন ৭৯টি, তাতে ২৩ গড়ে রানসংখ্যা ১৮৯২। নিজেকে প্রমাণের জন্য ৭৯টি ম্যাচ যথেষ্টই হওয়ার কথা। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফও সেই কথা বলছেন, 'এমন অনেক ক্রিকেটার আছে, যারা এত সুযোগ পায় না। কিন্তু ও অনেক সুযোগ পেয়েছে। আইপিএলের কোনো দল তাঁকে কেনেনি, এটা লজ্জাজনক। মাত্র ৭৫ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যেও কেউ ডাকেনি। এখন তার মূল জায়গায় ফিরতে হবে, ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে নির্বাচিত হতে হবে। সরফরাজ খান এর বড় উদাহরণ।' সরফরাজ ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন। অবশ্য আইপিএলে তাঁকেও কোনো দল কেনেননি। ঘরোয়া ক্রিকেটেও রান পাচ্ছেন না পৃথ্বী। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে সর্বশেষ ম্যাচে আউট হয়েছেন ০ রানে। একটা সময় তাঁর মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ খোঁজা হতো। সেটা বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্সের কারণে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনফ্লুয়েন্সার স্বপ্না গিল ২০২৩ সালে পৃথ্বীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছিলেন।

বক্স অফিস

অন্যের বউকে নিজের ভেবে বসেন শাহরুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ শাহরুখ খান, যাঁর রসিকতা করার ক্ষমতা নিয়ে কারও মনে কোনও প্রশ্ন থাকার কথা নয়। কারণ একটাই, তিনি বরাবরই কঠিন পরিস্থিতিতেও, কঠিন প্রশ্নের মুখ থেকেও বেঁচে বেরিয়ে এসেছেন, কেবল মাত্র তাঁর কথা বলার ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। প্রশ্ন যেমনই হোক না কেন, উত্তর যেন তাঁর ঠোঁটে লেগে থাকে। কপিল শর্মার সঙ্গে এমন অনেক ভাইরাল ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় জায়গা করে নিতে দেখা যায়। তেমনই এক শোয়ে সঞ্চালনা করছিলেন তাঁরা। কপিল ও শাহরুখ দুজনেই মঞ্চে দাঁড়িয়ে একে অন্যের সঙ্গে মজার মজার সংলাপ বিনিময় করছিলেন। এমন সময় হঠাৎই শাহরুখ খানকে বলতে শোনা যায়, কয়েকদিন আগেই নাকি কপিল নিজের বউকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরছিলেন, তিনি যেন অন্য কারও বউ। শুনে সকলেই হেঁসে ওঠেন। তবে শাহরুখ খান এখানেই থেমে থাকেননি। তিনিও পাল্টা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি কী করেন? শাহরুখের এই কাণ্ডের কথা কি আদপে জানেন গৌরী খান? এই কারণেই কি শাহরুখ খান শত শত অভিনেত্রীর মনেও জায়গা করে নিয়েছেন? গৌরীকে এভাবে ঠকান তিনি? শাহরুখ মজা করে বলেন, তিনি অন্যের স্ত্রীকেও নিজের স্ত্রীর মতোই জড়িয়ে ধরেন। যা শুনে মুহূর্তে হেসে ফেলেন সকলে। শাহরুখ খান মহিলাদের ভীষণ সম্মান দিয়ে থাকেন। তিনি সকলকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন। এক সাক্ষাৎকারে শাহরুখ খান বলেছিলেন, মহিলাদের মনে রাজত্ব করা ভীষণ সহজ। তাঁদের কথা একটু শুনতে হয়, কী বলছেন, তাতে গুরুত্ব দিয়ে তা একটু বুঝতে হয় মাত্র, আর সম্মান, তাঁদের জন্য এটাই যথেষ্ট।

'মৌলিকত্ব' হারিয়েছে রোডিস, মত রঘুরও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ এম টিভির অন্যতম জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো 'রোডিস' আজ বহু বছর ধরে মানুষের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতেই সক্ষম হয়েছে। তবে এই জনপ্রিয়তা বাড়ার অন্যতম কারণ অনুষ্ঠানের বিচারক রঘু রাম। রঘুর বাচনভঙ্গি রীতিমতো আকর্ষণ করত দর্শকদের, এক কথায় এই শোয়ের প্রাণকেন্দ্র ছিলেন রঘু। টেলিভিশন উপস্থাপক রঘু রাম সম্প্রতি এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি যে সব সময় খারাপ ব্যবহার করতাম তা নয়। অনেকের সঙ্গেই মিষ্টি ভাবে ব্যবহার করেছি আমি। কিন্তু যখন প্রতিযোগী নিজেদের মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, তখনই আমরা আক্রমণাত্মক হতাম।' কাজ প্রসঙ্গে রঘু বলেন, 'একটা সময়ের পর প্রযোজকদের কাছ থেকে চাপ আসতে শুরু করে। বলা হয়, প্রতিযোগিতার সঙ্গে আরও খারাপ ব্যবহার করতে হবে। নাটকীয়তা তৈরি করতে হবে অনুষ্ঠানটির মধ্যে। কিন্তু অযথা মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে আমি নারাজ ছিলাম তাই অনুষ্ঠানটি ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিই।' রঘু আরও জানান, 'আমার যখনই মনে হয়েছে এটা আর আমাদের শো নেই, প্রযোজকরা যা করতে চাইছেন সেটাই করতে হবে আমাদের, তখনই এটি ছেড়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত নিই। সব কথায় বড্ড নাক গলানো হত, ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি। একটা সময় রোডিসের একটি মৌলিকত্ব ছিল, আমি চাই সেটা আবার ফিরে আসুক।' প্রসঙ্গত, রঘু বিচারকের আসন ছেড়ে দেওয়ার পরেই রাজীবও অনুষ্ঠান ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দুই ভাই অনুষ্ঠান ছেড়ে দেওয়ার পর কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে যায় অনুষ্ঠানটির জনপ্রিয়তা। চলতি বছর রোডিসের ২০ তম সিজনে দেখা যাচ্ছে এলভিস যাদব, নেহা ধুপিয়া, প্রিন্স নারুলা, রিহা চক্রবর্তীকে। সঞ্চালকের ভূমিকায় বহুদিন বাদে ফের আরও একবার দেখা যাচ্ছে রণবিজয় সিংহকে।

বিজয় অমৃত রাজকে ঘেঁটে ঘ প্রতিযোগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি ১৬' সর্বশেষ পর্বটি হয়ে উঠেছিল বেশ জমজমাটি। হরিয়ানার গৃহিণী সরিতা রানীর সঙ্গে খেলা শেষ হওয়ার পর সুযোগ পেয়েছিলেন প্রেম স্বরূপ সিং নেগি। নতুন দিল্লিতে প্রেম স্বরূপ উত্তরকাশির বাসিন্দা, যদিও বর্তমানে তিনি দিল্লির বাসিন্দা। প্রেম স্বরূপের সঙ্গে কথোপকথনে উঠে আসে টেনিস খেলার প্রসঙ্গ, যে কথা বলতে গিয়ে অমিতাভ শেয়ার করেন একটি মজাদার ঘটনা। ৩৫ বছর চাকরি করার পর ৬ বছর আগে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন প্রেম। খেলা চলাকালীন ৪০ হাজার টাকার প্রশ্নটি ছিল নিক বলেটিয়েরি কোন খেলার কোচ ছিলেন? উত্তর ছিল 'টেনিস'। উত্তরটি দিয়ে প্রেম স্বরূপ বলেন, 'তিনি টেনিস খেলার বিশাল ভক্ত। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন সকালে তিনি টেনিস খেলেন। অল ইন্ডিয়া পুলিশ মিটে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমি ফাইনালের জন্য সিলেক্ট হয়েছিলেন তিনি।' টেনিস প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অমিতাভ বচ্চন নিউ ইয়র্কের একটি ঘটনা শেয়ার করেন সকলের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমি একবার নিউইয়র্কে ছিলাম, তখন একদিন মাঠে গিয়েছিলাম টেনিস ম্যাচ দেখতে। টিকিট কেটে অন্যান্য দর্শকদের মতো ওপরের গ্যালারিতে বসেছিলাম আমি। হঠাৎ করে কয়েকজন ভারতীয় আমার কাছে আসেন এবং আমার ফটোগ্রাফ চান।' বিগ বি বলেন, 'আমি যখন অটোগ্রাফ দিচ্ছি তখন হঠাৎ খেয়াল করি আমার দুই পাশে বসে থাকা দুজন মহিলা আমাকে এক দৃষ্টে দেখছেন। কিছুক্ষণ বাদে তাঁরা আমায় বললেন, আমরা ভীষণ আনন্দিত যে বিজয় অমৃতরাজের সঙ্গে আমরা দেখা করতে পেরেছি। আমি বুঝলাম ওঁরা বিজয় অমৃতরাজের সঙ্গে আমায় গুলিয়ে ফেলেছেন।'

ভক্তের 'দিল' জিতলেন দিলজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ নভেম্বরঃ দিল্লি, জয়পুর, হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ, লখনউ, পুণে ঘুরে সদ্য কলকাতায় পা রেখেছেন দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ। ৩০ নভেম্বর, তিলোত্তমার বুকে কনসার্টে তাঁর। পাঞ্জাবি পপস্টারের শো ঘিরে শহরে তুমুল উন্মাদনা। যেখানে সিনেমা দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহ মুখো হতে গরিমসি দর্শকদের, সেখানে দিলজিতের শোয়ের বহুমূল্য টিকিট একটাও পড়ে নেই! বুকিং শুরু হতেই নিমেষে শেষ। অনেকে টিকিটের 'টিকির' নাগাল পর্যন্ত পেলেন না। এরই মাঝে কলকাতার এক ভক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে দিলজিৎ দোসাঞ্ঝের কাছে টিকিটের আবদার করে বসেন। এক্স হ্যান্ডেলের মাধ্যমেই নিজের আবদার পৌঁছে দেন পাঞ্জাবি পপস্টারের কাছে। মনিন্দর সিং সখী নামে জনৈক দিলজিতের ওই অন্ধভক্তের সোশাল মিডিয়ায় করজোরে আর্তি, 'বহু বছর ধরে কলকাতায় আপনার কনসার্ট হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। এবার শেষমেশ যখন শহরে আপনার শো হচ্ছে, তখন আমি একটাও টিকিট পেলাম না। মুহূর্তের মধ্যেই সব টিকিট শেষ। আমাকে দয়া করে ৩০ নভেম্বরের ২টো টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবেন। আমি আর বোন যাব আপনার কনসার্ট দেখতে।' অনুরাগীর এমন আর্জিতে সাড়া না দিয়ে পারেননি দিলজিৎ। এক্স হ্যান্ডেলে সেই পোস্ট শেয়ার করে লিখেন, 'ওকে ব্যবস্থা হয়ে যাবে মনিন্দর।' পাঞ্জাবি পপস্টারের এহেন মহানুভবতা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ অনুরাগীরা। কেউ দিলেন 'দিলদার' তকমা। কারও মন্তব্য, 'সত্যিই আপনি অনেক বড় মনের মানুষ।' কেউ বা আবার মনিন্দরকে 'ভাগ্যবান ভক্ত' বলে ঈর্ষা প্রকাশ করলেন! দিলজিৎ দোসাঞ্ঝের 'দিল-লুমিনাটি' শো ঘিরে ঠিক যতটা উন্মাদনা, ততটাই বিতর্ক! পাঞ্জাবি পপস্টার বিদেশ জয় করে সদ্য দেশে মিউজিক্যাল ট্যুর শুরু করেছেন। গানের মাধ্যমে মদ, মাদকের প্রচার করার অভিযোগে আইনি নোটিস পেয়েছিলেন তেলেঙ্গনা সরকারের তরফে। তার পর থেকেই প্রশ্নের মুখে দিলজিৎ! তবে বিতর্ক, সমালোচনায় কর্ণপাত না করে পাঞ্জাবি পপস্টার ব্যস্ত কনসার্ট নিয়ে। সম্প্রতি লখনউয়ের শো থেকে সরাসরি তোপ দেগে তাঁর মন্তব্য, "মদ শব্দের ব্যবহারে গানে যদি সেন্সরশিপ চালাতে পারেন, তাহলে সিনেমাতেও ব্যবহার নিষিদ্ধ হোক।"